গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৪৬ তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৭
২৯ আগস্ট ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

২৯ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯:৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী , কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

২৯ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থা: পূর্ব-মধ্য প্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি বর্তমানে পূর্ব-মধ্য প্রদেশের উত্তরাংশে ও তৎসংলগ্ন এলাকার অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, সুস্পষ্ট লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাংশ হয়ে পূর্বদিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাস: ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.২	৩২.৩	৩৩.৮	৩৪.০	৩৪.৭	৩৪.৫	৩৩.৬	৩৩.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.০	২৫.৬	২৪.৩	২৫.৫	২৬.০	২৪.৯	২৫.৮	২৬.৫

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৪.৭ ° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা টেকনাফ ২৪.৩° সেঃ।

(সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ ২৯ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখে দেশের সকল নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতিঃ

- দেশের সকল প্রধান নদ-নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- দেশের সকল প্রধান নদ-নদীর পানি সমতল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	১৮	**বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা**	০০
হ্রাস	৮১	**বিপদসীমার উপরে স্টেশনের সংখ্যা**	০০
অপরিবর্তিত	০২	-	-

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন ১৪ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৯ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
-	-	-	-	-	-	-	-

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

বৃষ্টিপাত তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
মহেশখোলা	১৭৫.০	সুনামগঞ্জ	১৫০.০	ছাতক	১৩০.০
লাল্লাখাল	১০৮.০	জাফলং	৬৩.০	ভাগ্যকুল	৫৫.০

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.):

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)

চেরাপুঞ্জি	১০৭.০	পাসিঘাট	৫৪.০

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বন্যায় এ পর্যন্ত ৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে

------ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, বন্যায় এ পর্যন্ত ৯ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । এরমধ্যে নগদ টাকা ৪ কোটি ৪১ লাখ, শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ এক কোটি ৫৮ লাখ টাকা, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকা এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি বাবদ ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । এছাড়াও শুকনো ও অন্যান্য খাবারের এক লাখ ৮১ হাজার প্যাকেট এবং ৬৫০ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বন্যা উপদ্রুত ৩৩ জেলাসহ দেশের ৬৪ টি জেলায় এক কোটি ৬ হাজার ৮৬৯টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ১০ কেজি করে এক লক্ষ ৬৮ মেট্রিক ৬৯ টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । প্রতিমন্ত্রী গত ২৫ আগষ্ট, ২০২০ তারিখে ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাশেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন । মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসিন এসময় উপস্থিত ছিলেন ।

বন্যায় ঘরবাড়ি, আশ্রয়কেন্দ্র, গবাদিপশু, শস্য ক্ষেত ও বীজতলা, মৎস্য খামার, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ লাইন, মোবাইল ফোন লাইন, টেলিফোন টাওয়ার, সড়ক, ব্রিজ- কালভার্ট, বাঁধ, নদী, হাওর, নৌকা-ট্রলার, জাল, বনাঞ্চল, নার্সারি, কৃষি, নলকূপ, ল্যাট্রিন, জলাধার, হাসপাতাল-ক্লিনিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, রাজ বাড়ী, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, নওগাঁ, শরীয়তপুর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয় াখালী, লক্ষীপুর, নাটোর, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, মৌলভীবাজার, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ ও পাবনা জেলা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘ইতোমধ্যে সারাদেশের জেলাগুলো থেকে যে ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট যেটা ডি-ফরমে পাঠানো হয়, সেটা আমরা পেয়েছি। সেটা পাওয়ার পর আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা ডেকেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সেটা নির্ধারণ করা। সেই অনুযায়ী সব মন্ত্রণালয় তাদের কর্ম পরিকল্পনা এখানে পেশ করেছেন। সেটা আমরা নোট করেছি। সেটা নিয়ে আগামী পুনর্বাসন পরিকল্পনা করা হবে।’

প্রধানমন্ত্রী দ্রুত পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালু করার জন্য বলেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘সেখানে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ তিনি (প্রধানমন্ত্রী) খরচ করতে বলেছেন। আরও অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি বরাদ্দ দেবেন। তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ঘরবাড়ির উপরে, কারণ পানি নেমে গেছে, এখন লোকজন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এই সময়ে বাড়িতে গিয়ে যদি তাদের ঘরগুলো ঠিক না থাকে তাহলে তাদের কষ্ট হবে। সেজন্য তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি মানুষের ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করে দিতে বলেছেন। সেজন্য টিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি বাবদ নগদ অর্থ তিনি দিতে বলেছেন। সেই ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

গত ২৬ জুন থেকে চার দফা বন্যা হয়েছে জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বন্যা কবলিত জনগণের জন্য আমরা পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা দিয়েছি। আমাদের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা সেটা বিতরণ করেছেন।’

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা তুলে ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য কর্মসৃজনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বন্যা ও নদীভাঙ্গানে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ বাবদ মঞ্জুরি দেয়া হবে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

কাঁচা রাস্তা মেরামত ও পুনর্নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।' জাইকা থেকে ১১৩ কোটি টাকার একটি সাহায্য পাওয়া গেছে জানিয়ে এনামুর রহমান বলেন, 'সেটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে ভাগ করে দেয়া হবে। তারা তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি আছে সেটা পূরণের জন্য কাজ করে যাবে।'

'এই বন্যা পুনর্বাসনে আমরা যাতে রাষ্ট্রকে আরও বন্যা সহনীয় করতে পারি সেজন্য ১১০টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ২০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং ৫৭টি মুজিব কেল্লা এক বছরের মধ্যে করার জন্য আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি'বলে জানান প্রতিমন্ত্রী । তিনি বলেন, 'একইসঙ্গে আমরা বন্যাকবলিত মানুষকে সরিয়ে আনার জন্য এবং ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার জন্য ৬০টি মাল্টিপারপাস রেস্কিউ বোট তৈরি করার জন্য এমওইউ স্বাক্ষর করেছি। বোট তৈরির কাজ চলছে, আগামী এক বছরের মধ্যে ২০টি বোট আমাদের হস্তগত হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে আমরা ৬০টি বোট পাবো।'

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'দুর্যোগের সময় আমরা অনুভব করতে পেরেছি মাঠ পর্যায়ে লোক সংখ্যা অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেজন্য আমরা এক হাজারটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, এক হাজারটি সাইক্লোন শেল্টার এবং এক হাজারটি মুজিব কেল্লা করার ডিপিপি প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি। সেটার কাজ চলমান রয়েছে। বাজেট পাওয়ার পরেই নির্মাণ কাজগুলো আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে আমরা সম্পন্ন করব, ইনশাআল্লাহ।'

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেছে বন্যা কবলিত জেলায় যে বাঁধগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো তারা জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করবে। সড়ক বিভাগ তাদের ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল করবে। কৃষি পুনর্বাসনের জন্য বীজতলা তৈরি ও চারা, সার ও বীজ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন । পানি নেমে যাওয়ায় বন্যা দুর্গত এলাকায় পানিবাহিত রোগ দেখা দিয়েছে জানিয়ে এনামুর রহমান বলেন, 'সেজন্য মেডিকেল টিম গুলোকে সেখানে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

মৎস্য ও পশু সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, যাদের মৎস্য খামার ভেসে গেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেবে বলে আমাদের জানিয়েছে। খোলার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত সম্পন্ন করবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণাল জানিয়েছে বলে জানান এনামুর রহমান।

এ বছর আরো বন্যা হওয়ার কোন আশঙ্কা আছে কিনা একজন সাংবাদিক জানতে চাইলে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আজকের আবহাওয়া অধিদফতরের পরিচালক পূর্বাভাস দিয়েছেন এ বছরের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আরেকটি বন্যা হতে পারে। অক্টোবর-নভেম্বরের মধ্যে একটি ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা আছে।'এবারের বন্যার ১৯৯৮ সালের বন্যার থেকে দীর্ঘস্থায়ী নয় জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, '১৯৯৮ সালের বন্যাছিল ৬৯ দিন, এবারের বন্যা ছিল ৪৬ দিন। ক্ষয়ক্ষতিও ১৯৯৮ সালের বন্যার চেয়ে এবার কম।'

বন্যা ২০২০ – বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ

গত ২৫-০৮-২০২০ খ্রিঃ তরিখে সাম্প্রতিক বন্যা এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির এক সভা (Zoom Meeting) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বন্যা উপদ্রুত ৩৩ টি জেলা হতে ডি-ফরমের মাধ্যমে প্রাপ্ত সার্বিক ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ নিয়ে আলোচনা হয়। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির পরিমান
১	ক্ষতিগ্রস্ত জেলার সংখ্যা	৩৩ টি
২	মোট ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড সংখ্যা	১,৩৮১ টি

	মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড সংখ্যা	**৫৫০ টি**
৩	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা**	**১৯,৩৩৮.৭৫ বর্গ.মি.**
	শহরাঞ্চল	৭২৭.৫৬ বর্গ.মি.
	গ্রামাঞ্চল	১১,৭৪৭.৫১ বর্গ.মি.
	চরাঞ্চল	৩,৬২০.৫৫ বর্গ.মি.
	পাহাড়ী অঞ্চল	১৯.৫০ বর্গ.মি.
	হাওর বা বিল অঞ্চল	৩,২২৩.৬৩ বর্গ.মি.
৪	**ক্ষতিগ্রস্ত মোট জনসংখ্যা**	**৪৩,১৪,৭৯৩ জন**
	নারী	১৭,২৬,৩৪৯ জন
	পুরুষ	১৮,৩১,৬০০ জন
	শিশু	৭,৩৩,২৫৩ জন
	প্রতিবন্ধী	২৩,৫৯১ জন
৫	**মোট মৃত্যুর সংখ্যা**	**৪২ জন**
৬	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত খানা**	**১৩,৪৩,১২১ টি**
	সম্পূর্ণ	৯৯,১৭৩ টি
	আংশিক	১২,৪৩,৯৪৮ টি
৭	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত ঘর**	**৭,৩৭,৮২২ টি**
	পাকা (সম্পূর্ণ)	১৮৫ টি
	পাকা (আংশিক)	৫,৬২৩ টি
	আধা পাকা (সম্পূর্ণ)	২,০০৩ টি
	আধা পাকা (আংশিক)	৪৩,৭০১ টি
	কাঁচা (সম্পূর্ণ)	১,৮১,১৫৪ টি
	কাঁচা (আংশিক)	৫,০৫,১৫৬ টি
৮	**মোট আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা**	**২১,২৬,৪৪৩ জন**
	সরকারি ওবেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে	৬২,৮২৩ জন
	নিজ বাড়ীতে	১৯,৪৩,৭৩৯ জন
	উঁচ সড়ক ও বাঁধে	৭৩,৮০৫ জন
	অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে	৪৬,০৭৬ জন
৯	**মোট মৃত ও ভেসে যাওয়া গবাদি পশুর সংখ্যা**	**৩,৬৪১ টি**
	ভেড়া	১,১৩৩ টি
	ছাগল	১,৭৭১ টি
	গরু	৭০০ টি
	মহিষ	৩৭ টি
১০	**মোট মৃত ও ভেসে যাওয়া হাঁস ও মুরগীর সংখ্যা**	**৫৮,৯৪২ টি**
	হাঁস	২৩,৮৬৯ টি
	মুরগী	৩৫,০৭৩ টি
১১	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত শস্যক্ষেত ও বীজতলা (হেক্টর)**	**২,১১,৬২৭.১৯ হেক্টর**
	শস্যক্ষেত (সম্পূর্ণ)	১,১৯,১৫৮.৭০ হেক্টর
	শস্যক্ষেত (আংশিক)	৬৯,৩৫৮.৯০ হেক্টর
	বীজতলা (সম্পূর্ণ)	১১,২০৭.৯০ হেক্টর
	বীজতলা (আংশিক)	১১,৯০১.৬৯ হেক্টর
১২	**অন্যান্য খামার হ্যাচারী ইত্যাদি (হেক্টর)**	**৮,৫২১.০৪ হেক্টর**
১৩	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন**	**৪৬৩.৫৪ কি. মি.**
	সম্পূর্ণ	১৭.১৪ কি.মি.
	আংশিক	৪৪৬.৪০ কি.মি.
১৪	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত মোবাইল টাওয়ার**	**০**

	সম্পূর্ণ	০
	আংশিক	০
১৫	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা**	**৩,৩০৬ টি**
	মসজিদ (সম্পূর্ণ)	৯০ টি
	মসজিদ (আংশিক)	২,৮১৯ টি
	মন্দির (সম্পূর্ণ)	০৯ টি
	মন্দির (আংশিক)	৩৮৩ টি
	গির্জা (সম্পূর্ণ)	০১ টি
	গির্জা (আংশিক)	০৪ টি
	প্যাগোড়া (সম্পূর্ণ)	০
	প্যাগোড়া (আংশিক)	০
১৬	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পথ**	**৩৪,৮০০.৫৩ কি.মি.**
	পাকা সড়ক (সম্পূর্ণ)	৩৯৯.৪০ কি.মি.
	পাকা সড়ক (আংশিক)	৩,৫৫৩.০২ কি.মি.
	ইট/ খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক (সম্পূর্ণ)	১৬৫.৭৯ কি.মি.
	ইট/ খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক (আংশিক)	৭৭২.৩৭ কি.মি.
	কাঁচা সড়ক (সম্পূর্ণ)	১,৫৩২.০৯ কি.মি.
	কাঁচা সড়ক (আংশিক)	১৫,৮৫৮.৪০ কি.মি.
	সড়ক পথ (সম্পূর্ণ)	১,৮২৪.০৩ কি.মি.
	সড়ক পথ (আংশিক)	১০,৬৯৫.৪৩ কি.মি.
১৭	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ-কালভার্ট (সংখ্যা)**	**১,৯৪৯ টি**
	ব্রীজ (সম্পূর্ণ)	৩৪ টি
	ব্রীজ (আংশিক)	৬৯৪ টি
	কালভার্ট (সম্পূর্ণ)	৯৪ টি
	কালভার্ট (আংশিক)	১,১২৭ টি
১৮	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ**	**৫০৫.৭৬ কি.মি.**
	নদী (সম্পূর্ণ)	৩৭.২০ কি.মি.
	নদী (আংশিক)	২৮৪.৩৫ কি.মি.
	উপকূল (সম্পূর্ণ)	০
	উপকূল (আংশিক)	১৭.৫০ কি.মি.
	হাওর (সম্পুর্ণ)	২.২০ কি.মি.
	হাওর (আংশিক)	১৫০.৭৮ কি.মি.
	অন্যান্য (সম্পুর্ণ)	১.৫৮ কি.মি.
	অন্যান্য (আংশিক)	১২.১৫ কি.মি.
১৯	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারী এলাকা (হেক্টর)**	**১,৩৮১.৩১ হেক্টর**
	বনাঞ্চল (সম্পূর্ণ)	১.০০ হেক্টর
	বনাঞ্চল (আংশিক)	৮২৩.০০ হেক্টর
	বনায়ন (সম্পূর্ণ)	৩৮.৫৫ হেক্টর
	বরায়ন (আংশিক)	৩১৩.২১ হেক্টর
	নার্সারী (সম্পূর্ণ)	৫.০০ হেক্টর
	নার্সারী (আংশিক)	২০০.৫৫ হেক্টর
২০	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**	**৮৩,৪৫৭ টি**
	প্রাথমিক বিদ্যালয় (সম্পূর্ণ)	৫১ টি
	প্রাথমিক বিদ্যালয় (আংশিক)	৮২,৩২৬ টি
	উচ্চ বিদ্যালয় (সম্পূর্ণ)	১২ টি
	উচ্চ বিদ্যালয় (আংশিক)	৬৬০ টি
	কলেজ (সম্পূর্ণ)	০১ টি

	কলেজ (আংশিক)	৫২ টি
	মাদ্রাসা (সম্পূর্ণ)	০৯ টি
	মাদ্রাসা (আংশিক)	৩১১ টি
	অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল (সম্পূর্ণ)	০
	অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল (আংশিক)	৩৫ টি
২১	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও অকৃষি ভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)**	**২৩২ টি**
	কৃষি ভিত্তিক (সম্পূর্ণ)	০
	কৃষি ভিত্তিক (আংশিক)	১৭৯ টি
	অকৃষি ভিত্তিক (সম্পূর্ণ)	২০ টি
	অকৃষি ভিত্তিক (আংশিক)	৩৩ টি
২২	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ**	**৭২,১৮৮ টি**
	গভীর (সম্পূর্ণ)	২৪২ টি
	গভীর (আংশিক)	২,০২২ টি
	অগভীর (সম্পূর্ণ)	৩,১১০ টি
	অগভীর (আংশিক)	৩৫,৬০৪ টি
	হস্তচালিত (সম্পূর্ণ)	১,৬৮১ টি
	হস্তচালিত (আংশিক)	২৯,৫২৯ টি
২৩	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা**	**১,৫৩,২৯১ টি**
	সম্পূর্ণ	২৫,৩৩০ টি
	আংশিক	১,২৭,৯৬১ টি
২৪	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার**	**৩৭,৭০৯ টি**
	পুকুর	৩৬,৪৩২ টি
	জলাশয়	৯১২ টি
	অন্যান্য	৩৬৫ টি
২৫	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র**	**৩৭৬ টি**
	হাসপাতাল (সম্পূর্ণ)	০
	হাসপাতাল (আংশিক)	৭ টি
	ক্লিনিক (সম্পূর্ণ)	১ টি
	ক্লিনিক (আংশিক)	৩১ টি
	কমিউনিটি ক্লিনিক (সম্পূর্ণ)	৫৮ টি
	কমিউনিটি ক্লিনিক (আংশিক)	২৭৯ টি
২৬	**মোট ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য আহরণ উপকরণ**	**৯,৩০২ টি**
	নৌকা (সম্পূর্ণ)	১০৩ টি
	নৌকা (আংশিক)	৯৫৮ টি
	ট্রলার (সম্পূর্ণ)	৩৯ টি
	ট্রলার (আংশিক)	৭৭ টি
	জাল (সম্পূর্ণ)	১,৮৫২ টি
	জাল (আংশিক)	৬,২৭৩ টি
	আনুমানিক মোট ক্ষতি	**৫৯৭২,৭৪,৬২,০৭৬ টাকা (পাঁচ হাজার নয়শত বাহাত্তর কোটি চুয়াত্তর লক্ষ বাষট্টি হাজার ছিয়াত্তর টাকা মাত্র)**

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায় ২৭ আগষ্ট, ২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ২৮ আগষ্ট, ২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১০ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৪	০	০
২।	ময়মনসিংহ	২	০	০
৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	০	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৩	০	০
৮।	খুলনা	১	০	০
	মোট	**১০**	**০**	**০**

২৯-৮-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৪৬/১(১৬৬)

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৭
২৯ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

২৯-৮-২০২০
কামরুন নাহার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা